# শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বিজয়

## শ্রীমালাধর বসু[1]

April 25, 2004

[1]*Śrīśrīkṛṣṇa-vijaya, Śrīla Mālādhara Basu — Upādhi Guṇarāja Khān praṇīta*, edited [encouraged] and published by Kedāranātha Datta Bhaktivinoda. (Calcutta: Bhakti-granthālaya, Caitanyābda 401 [1887]) (British Library shelfmark 14129.c.35)

# Contents

**1** **2**

# Chapter 1

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণেভ্যো নমঃ

**नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्**
**देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्**

প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যত তাহার কারণ।।

এক ভাবে বন্দ হরি যোড় করি হাত।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।।

ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দ সৃষ্টির সহায়।
গণপতি প্রণমহ বিঘ্ন হরতায়

সর্ব্বদেব গণের বন্দিয়া চরণ।
কৃষ্ণের চরিত্র কিছু করিল রচন।।

লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দ তাঁহার দুই নারী।
যাঁহার প্রসাদে সর্ব্ব লোক পুরস্করি।।

ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী জগত জননী।
প্রকৃতি স্বরূপা দেবী সৃষ্টির পালিনী।।

যাঁহার পাদপদ্ম স্মরি ইন্দ্র ত্রিজগতের রাজা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে করে যাঁর পূজা।।

শুম্ভ আদি অসুরের করিয়া নিধন।
দেব ঋষি রক্ষা কৈল চরাচরগণ।।

যাঁহার প্রসাদ মোরে হইল আচম্বিত।
মুক্তি দাও করি বলি কৃষ্ণের চরিত।।

গোসাঞীর জন্ম কর্ম কে বলিতে পারে।
লোক হিত কারণে যতেক অবতারে।।

আকাশের তারা যদি একে একে গুণি।
সমুদ্রের জল যদি ঘটে প্রমাণি।।

পৃথিবীর রেণু যদি করিয়ে গণন।
তবু কি বলিতে পারি কৃষ্ণের কারণ।।

বরিষার বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি।
কৃষ্ণের চরিত তবু বলিবারে নারি।।

সংসার সাগর লোক করিবে তারণ।
ভাগবত অবতারি হিতের কারণ।।

ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে।।

ভগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিযা।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিযা।।

ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণ ভাগবত গীত ছন্দে গাই।।

কলিকালে পাপ চিত্ত হব সব নর।
পাঁচালী রসে লোক হইব বিস্তর।।

গাইতে গাইতে লোক পাব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার।।

সাদরে শুনিহ নর না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে এই হইল ভেলা।।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে যার বাসনা।
যেই যাহা কৈল তাহা করায়ে ঘটনা।।

ইহা বুঝি লোক সব শুন সাবধানে।
যাইবে বৈকুণ্ঠ পুরী চিড়িয়া বিমানে।।

সংসারের সার গোসাঞী কমললোচন।
সবাকার বল গোসাঞী দেব নিরঞ্জন।।

প্রথমেত ব্রহ্মা হইলা শ্রীহরি।
দ্বিতীয়ে বরাহ রূপে পৃথিবী উদ্ধারি।।

তৃতীয়ে নারদ মুনি ৰিদিত সংসারে।
চতুর্থেত নরনারায়ণ রূপ অবতারে।।

বদরিকাশ্রমে তপ করিল বিস্তর।
মহিমা গাইল যাঁর সকল সংসার।।

পঞ্চমে কপিল মুনি যোগের নিধান।
মুনি রূপে যোগ সব করিল উত্থান।।

দত্তাত্রেয মহাযোগী ষষ্ঠ রূপ ধরি।
যাঁরে সেবি কার্তিক হন জগত অধিকারী।।

সপ্তমেতে যজ্ঞ রূপে দক্ষিণ সহচরি।
অষ্টমেতে জড় রূপে ভরত অবতরি।।

নৱমে পৃথু রূপে মহিমা অপার।
পৃথিবী দুহিয়া কৈল জীবের আহার।।

দশমেতে মীন রূপে বেদ উদ্ধারিল।
একাদশে কূর্ম রূপে অবতার কৈল।।

জলে মগ্না পৃথিবী পৃষ্ঠে তুলি নিল।
দ্বাদশে ধন্বন্তরী অমৃত মথিল।।

ত্রযোদশে স্ত্রী রূপে মোহিলে অসুরে।
সমুদ্র মন্থিয়া তুষ্ট কৈল সব সুরে।।

চতুর্দশে নরসিংহ অদ্ভুত শরীর।
হিরণ্যকশিপু মারি পিবন্তি রুধির।।

পঞ্চদশে বামন রূপ অবতার করি।
ছলিয়াত বলি নিল রসাতল পুরী।।

ষোডশে পরশুরাম রূপে অবতার।
নিষ্কষত্রি পৃথিবী কৈল তিন সাত বার।।

সপ্তদশে ব্যাস রূপে অবতার করি।
বেদ শাখা বুঝাইয়া ধর্ম অবতারি।।

অষ্টাদশে শ্রীরাম দশরথের ঘরে।
একা বিষ্ণু চারি অংশে অবতার করে।।

সমুদ্র বান্ধিয়া কৈল সীতার উদ্ধার।
সবংশে রাবণ রাজা করিল সংহার।।

উনবিংশে হলধর রূপে অবতার।
বিংশতি রূপে কৃষ্ণ বিদিত সংসার।।

একবিংশে বৌদ্ধ রূপে অবতার করি।
দ্বাবিংশে কলক্ষ রূপে ম্লেচ্ছকে সংহারি।।

হেন মতে নারায়ণ অংশ অবতরি।
কৃষ্ণ রূপে পরং ব্রহ্ম আপনি শ্রীহরি।।

কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন এক মনে।
যাহা শুনিলে গর্ভবাস করিবে তারণে।।

বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুবতী।
যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণ চন্দ্রে মতি।।

যক্ষ রক্ষ সর্ব্ব জনে করিয়া বিনয়।
মালাধর বসু বলে শ্রীকৃষ্ণবিজয়